সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোত্তম গুণগত অর্জন
(মডেল স্কুল প্রকল্প)

পরিকল্পনায়:
জনাব মোঃ আশিকুর রহমান চৌধুরী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
মধুখালী, ফরিদপুর।

উপদেষ্টা মণ্ডলী:

১। **জনাব মোঃ কামরুল আহসান তালুকদার** পিএএ, জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর।
২। **জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম**, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মধুখালী, ফরিদপুর।
৩। **জনাব** শেখ অহিদুল আলম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ফরিদপুর।

বাস্তবায়নে:

১। **জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম**, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মধুখালী, ফরিদপুর।
২। জনাব নাসিমা আক্তার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মধুখালী, ফরিদপুর।
৩। জনাব অধীর কুমার বিশ্বাস, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মধুখালী, ফরিদপুর।
৪। জনাব মোঃ মহিউদ্দিন মিয়া, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মধুখালী, ফরিদপুর।
৫। জনাব কানিজ ফাতেমা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মধুখালী, ফরিদপুর।
৬। প্রধান শিক্ষক(সকল), সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধুখালী, ফরিদপুর।

প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়সমূহ:

মধুখালী উপজেলার তালিকায় বর্ণিত ১১টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা হতে সর্বমোট ১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ক্রমিক	পৌর/ইউনিয়ন	বিদ্যালয়ের নাম	প্রধান শিক্ষকের নাম	কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী
১.	পৌরসভা	মধুখালী মডেল সপ্রাবি	জনাব অলকা বিশ্বাস ০১৭২৪৪০২০২২	১৫	১০৫৯
২.	রায়পুর	জগন্নাথদী সপ্রাবি	জনাব রনজিৎ কুমার চক্রবর্তী ০১৭১৬৭১৯১৩২	৬	২০৭
৩.	জাহাপুর	জাহাপুর সপ্রাবি	জনাব পরিমল কুমার সরকার ০১৭২০৯৭৬৮৮৭	৬	২৭৯
৪.	কামালদিয়া	কামালদিয়া সপ্রাবি	জনাব মো: মোতালেব হোসেন ০১৭২৬৭৬৬৬৪৮	৮	২৩২
৫.	কামালদিয়া	পাচই সপ্রাবি	জনাব রেহেনা পারভীন ০১৭১৮৭৯৫১৩২	৮	২২০
৬.	বাগাট	বাগাট সপ্রাবি	জনাব হাসিনা খাতুন ০১৭১৯৫৬৯০০৫	১০	৩৮১
৭.	নওপাড়া	নওপাড়া সপ্রাবি	জনাব ইয়াসমিন আফরোজ ০১৭২১২৬৩৪৫৫	১০	৩৭৮
৮.	নওপাড়া	আড়কান্দী সপ্রাবি	জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্যা ০১৭৫৮৯৯২১৬৫	৫	১৬৪

৯.	নওপাড়া	ভূষণা লক্ষণদিয়া নওপাড়া	জনাব মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ০১৭১৭৫৫৬০৯৪	৭	৩৩০
১০.	কামারখালী	কামারখালী সপ্রাবি	জনাব নবকুমারর দত্ত ০১৮১৪৩৪৯৪৯৩	১০	৩০৩
১১.	কামারখালী	উদ্দীপন বিদ্যা নিকেতন সপ্রাবি	জনাব শারমীম আক্তার ০১৭৭৭৮৬৮৯৪৫	৬	৩০১
১২.	আড়পাড়া	গড়িয়াদহ সপ্রাবি	জনাব সোনিয়া নাসরিন ০১৭৩১১৭৫৮৫১	৭	২৯১
১৩.	ডুমাইন	ডুমাইন বালক সপ্রাবি	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান ০১৭১৮৪৬৯০১৯	৬	৩৩৫
১৪.	কোড়কদী	রামদিয়া সপ্রাবি	জনাব রাবেয়া বেগম ০১৯১৪৭৫৯৭১৯	৬	১১০
১৫.	কোড়কদী	কোড়কদী সপ্রাবি	জনাব জ্যোৎস্না রানী পাল ০১৭২০৯৭৭১৩৪	৫	২৩৭
১৬.	গাজনা	মথুরাপুর সপ্রাবি	জনাব মীর্জা ইকবাল মোর্শেদ ০১৭১২০৩৬২১৪	৯	৩১৯

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে করণীয় (মডেল প্রকল্প) কর্মসূচী: মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি মানসম্মত হতে হবে। কিভাবে বুঝা যাবে একটি বিদ্যালয় সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে? কোন বিদ্যালয় সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা কিংবা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য কাজ করছে কিনা তা বুঝার মানদণ্ড হিসাবে নিচের কার্যক্রম বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পের শুরুতে ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার পৌরসভা ও প্রতিটি ইউনিয়ন হতে কমপক্ষে ১টি করে সর্বমোট ১৬ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মডেল প্রকল্পের পাইলটিং করা হবে। ১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মসূচী বাস্তাবায়নের ফলে কাঙ্ক্ষিত মান অর্জিত হলে উপজেলার প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল প্রকল্পের কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে এবং মধুখালী উপজেলার ৯৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নের সময়কাল	
১	১ ক্যাচমেন্ট এলাকার ম্যাপ অনুযায়ী বছরের শেষ পক্ষে নিয়মিত প্রতিটি বাড়িতে গমন করে ০-১৫ বছর বয়সের শিশুর তথ্য সংগ্রহ করা এবং রেজিস্টারে যথাযথভাবে এন্ট্রি করতে হবে।		
২	জরিপকৃত শিশুদের নিজ অথবা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর হার (৯৫- ১০০) ভাগ হতে হবে। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ৩ দৈনিক গড় উপস্থিতির হার ৯৫ শতাংশ এর উপরে থাকতে হবে।		
৩	বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৮ শতাংশ এর উপরে হতে হবে।		
৪	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯৯ শতাংশ এর উপরে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার ৪০ শতাংশ এর উপরে হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনের হার ৯৮ শতাংশ এর উপরে হবে।		
৫	বিদ্যালয়ের জমি নিষ্কন্টক হলে,দলিল, পর্চা, খাজনা ইত্যাদি হালফিল থাকবে এবং সম্পূর্ণ জমি বিদ্যালয়ের দখলে রাখতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে জমির দলিলপত্র সংরক্ষণের জন্য আলাদা ফাইল রাখতে হবে।		
৬	বিদ্যালয়ের মাঠ, আঙ্গিনা- সুপরিসর, সুশোভিত এবং পরিচ্ছন্ন হতে হবে। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ব্যতীত চারপাশে পরিকল্পিতভাবে শোভা বর্ধন ও ছায়ার জন্য ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করতে হবে এবং নিয়মিত পরিচর্যা করে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর ও		

	আকর্ষণীয় করতে হবে।		
৭	প্রাক প্রাথমিকের জন্য পৃথক এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ থাকবে। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে ১। কল্পনার কর্নার, ২। ব্লক ও নাড়াচাড়ার কর্নার, ৩। বই ও আঁকার কর্নার এবং ৪। বালি ও পানির কর্নার নামে ৪টি কর্নার স্থাপন করে কর্নার ভিত্তিক উপকরণ সাজিঁয়ে রাখতে হবে। শ্রেণিকক্ষে সমাবেশের জন্য মিনি পতাকা স্ট্যান্ড ও পতাকা,খেলাধুলার জন্য প্লাস্টিকের স্লিপার, প্লাস্টিকের ঘোড়া ও মাছের রাইডার ক্রয় করতে হবে। শিশু শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ছবি, নাম ও ইচ্ছা লিখে স্বপ্ন/কল্পনার বৃক্ষ স্থাপন করতে হবে।		
৮	স্বতন্ত্র উপকরণ কক্ষ এবং লাইব্রেরি, পর্যাপ্ত উপকরণ শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক সাজানো , পর্যাপ্ত বই , উপকরণ থাকবে এবং বই নিয়মিত ব্যবহৃত হবে। বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র ,আসবাবপত্রের মান ভাল, অফিস ও শ্রেণিকক্ষে কোন প্রকার সমস্যা হবে না।		
৯	খাবার পানির জন্য উত্তম ব্যবস্থা অর্থাৎ আর্সেনিক মুক্ত ডিপ-টিউবঅয়েল অথবা লাইনের বিশুদ্ধ পানি বা ফিল্টার ইত্যাদির ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের জন্য পৃথক পৃথক মানসম্মত টয়লেট ও ওয়াশব্লক থাকবে। টয়লেট ও ওয়াশব্লক বা ওয়াশরুম নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। পরিষ্কার রাখার কৌশল দেয়ালে লিখে রাখা যেতে পারে। টয়লেটের ভিতরে স্যান্ডেল, সাবান ও পর্যাপ্ত পানি রাখতে হবে। দৈনিক সমাবেশে টয়লেট পরিচ্ছন্ন করার বিষয়ে নির্দেশনা দিতে হবে।		
১০	পাকা এবং মানসম্মত সীমানা প্রাচীর থাকবে		
১১	জাতীয় পতাকার রং, মাপ যথাযথ এবং পাকা বেদিতে সোজা লোহার দণ্ডে সুতা বা দড়ি টেনে উড্ডয়ন করতে হবে।		
১২	ময়লা ফেলার ঝুড়ি রাখতে হবে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, অফিসকক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষ নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে।		
১৩	বিদ্যালয়ের সামনে ফুলের বাগান করে ঋতু অনুযায়ী ফুলের চাষ করতে হবে। রঙ্গীন টবে বিভিন্ন ফুল গাছ রাখা যেতে পারে।		
১৪	বিদ্যালয় চত্বরে দোলনা, স্লিপার ইত্যাদি শিশুবান্ধব খেলনা সামগ্রী স্থাপন করতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ভবন ও শ্রেণিকক্ষের নামকরণ জাতীয় ও বরেণ্য ব্যক্তিত্বের নামে করা থাকলে, পার্শ্বে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ রঙ্গীন ছবি দেয়া থাকলে শিশুরা জানতে পারবে।		
১৫	প্রতি মাসে নিয়মিত স্টাফ মিটিং করতে হবে। সভায় উপস্থিতির হাজিরা নিতে হবে। সভার কার্যবিবরণী লেখা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। নিয়মিত (মাসে দুইবার) পাক্ষিক সভা করতে হবে। পাক্ষিক সভায় প্রধান শিক্ষক কর্তৃক একাডেমিক সুপারভিশন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং শিক্ষকদের পাঠদান কার্যক্রমে উদ্ভুত সমস্যার আলোকে শিখন শেখানো কার্যক্রমের উপর আলোচনা করতে হবে। আলোচনায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে সভার কার্যবিবরণী লিখতে হবে এবং তা সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে		
১৬	বিদ্যালয় ঘনিষ্ঠ সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা করে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করাতে হবে। ডিজিটাল সাইনে সুন্দর করে লিখে যথাস্থানে ঝুলাতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে হবে। এনসিটিবি কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও ক্লাশ রুটিন প্রস্তুত অথবা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক কর্তৃক যথাযথভাবে একটি সমন্বিত বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ,পারদর্শিতা, আগ্রহ বিবেচনা করে ক্লাস রুটিন প্রণয়ন করে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও ক্লাশ রুটিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করাতে হবে।		
১৭	আয় ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত রেজিস্টার ও ফাইল থাকবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচির দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি ভিন্ন ভিন্ন আয়		

	ব্যয়ের হিসাবাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। ভাউচারাদি যথাযথ সংরক্ষণ ও অব্যয়িত অর্থের সংরক্ষণ যথাযথ পন্থায় হবে যেন আর্থিক স্বচ্ছতা লক্ষণীয় থাকে। প্রত্যেকটি বিষয়ে রেজিস্টার ও ফাইল থাকবে এবং তা হালফিল ও সুন্দরভাবে সাজানো থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ পত্র, অফিস আদেশ, পরিপত্র ইত্যাদির জন্য গার্ড ফাইল থাকবে। ফাইল ও রেজিস্টারের ইনডেক্স নাম্বার থাকবে ও তথ্যাদি হালফিল থাকবে এবং সকল শিক্ষকের ব্যক্তিগত ফাইল রাখতে হবে।		
১৮	রঙ্গিন ফরমেটে বড় পরিসরে ডিজিটাল ব্যানারে সকল হালফিল তথ্যাদিসহ মনিটরিং বোর্ড থাকবে।বিদ্যালয়ের দেয়ালে দৃশ্যমান স্থানে বড় করে স্কুল সময়সূচি আকর্ষণীয়ভাবে লিখে রাখতে হবে। প্রধান শিক্ষকের অনার বোর্ড যথাযথ হবে এবং শিক্ষকগণের নাম, পদবী, স্থায়ী ঠিকানা, জন্ম তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা,পেশাগত প্রশিক্ষণ,যোগদানের তারিখ, বর্তমান বিদ্যালয়ে যোগদানের তারিখ, অবসর গ্রহণের তারিখ, পোস্টকার্ড সাইজের রঙ্গিন ছবিসহ শিক্ষক পরিচিতি বোর্ডে বড় হরফে ডিজিটাল ব্যানারে দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গাতে হবে। বিদ্যালয়ের বারান্দায় দর্শনীয় স্থানে নোটিশ বোর্ড স্থাপন করে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত নোটিশ টাঙ্গানো, নিয়মিত পুরাতন নোটিশসমূহ অপসারণ করতে হবে।		
১৯	প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে সকল শিক্ষকের এসিআর প্রদান করে তা সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এর নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা এবং এতদসংক্রান্ত ফাইলে প্রমাণাদি যথারীতি সংরক্ষণ করতে হবে।		
২০	স্লিপ অনুদান ব্যবহারের গাইড লাইন অনুসরণ করে স্থানীয় অনুদানের জন্য প্রধান শিক্ষক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন । অর্থ ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী এস.এম.সি এর সদস্য, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, অভিভাবক, নিজ বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করবেন। তিনি একটি টেলিফোন গাইডও সংরক্ষণ করেন। প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে সকল মহল ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। একমাত্র জানুয়ারি ডিসেম্বর Model Program for Primary Education, Madhukhali, Faridpur ৪ প্রধান শিক্ষকের কারণে বিদ্যালয়ের প্রতি সকল মহলের আগ্রহ বেড়ে যাবে। প্রধান শিক্ষক রুটিন মাফিক একাডেমিক সুপারভিশন করবেন এবং শিক্ষকের সঙ্গে পারস্পারিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ফলাবর্তন করবেন।		
২১	কর্কশীট অথবা ট্রেসিং পেপারে ক্যাচমেন্ট এলাকার ম্যাপ করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ,সড়ক ইত্যাদির অবস্থান যথাযথভাবে বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে হবে। জরিপকৃত শিশুদের ভর্তি- অভর্তিসহ অন্যান্য তথ্য যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং অফিস কক্ষের দেয়ালে দর্শনীয় স্থানে স্থাপন এবং নিয়মিত ও যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।		
২২	অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সাময়িক পরীক্ষাসহ বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করতে হবে এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষার প্রোগ্রেসিভ রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক কাজে প্রধান শিক্ষকের সৃজনশীলতার ছাপ থাকবে, তিনি প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন এবং শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় প্রযুক্তির ব্যবহারকে তিনি উৎসাহিত করবেন।		
২৩	সকল শিক্ষক যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আগমন ও প্রস্থান করবেন, বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়েই অবস্থান করবেন। নিয়মিত দৈনিক সমাবেশে যথাসময়ে উপস্থিত হতে হবে। নির্ধারিত সময়ে শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে পূর্ণ সময় অবস্থান করবেন এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকাণ্ডও সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করবেন।		
২৪	শিক্ষকগণ ইউনিফর্ম ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, মার্জিত সাজসজ্জা বজায় রাখবেন, ব্যক্তিগত মূল্যবান সামগ্রী বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবেন। শিক্ষকগণের মধ্যে পারস্পরিক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ থাকবে। তাঁদের মধ্যে টিম		

	স্পিরিট থাকতে হবে। তাঁরা তাঁদের ভাল-মন্দ নিজেদের মধ্যে শেয়ার করবেন। একে অপরের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবেন, শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় একে অপরের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন।		
২৫	সকল শিক্ষকই নির্ধারিত হোম ভিজিট করবেন এবং তার প্রমাণাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করবেন। শিক্ষকগণ সকল শিক্ষার্থীর নাম ধরে ডাকবেন, ছাত্র-ছাত্রীকে 'তুমি' সম্বোধন করবেন। রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে হাসিমুখে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবেন। অসুস্থ শিক্ষার্থীর বাসায় গিয়ে খোঁজ খবর নিবেন। শিক্ষার্থীদের শারীরিক বা মানসিক শাস্তির পরিবর্তে সুন্দর করে শিখতে সহায়তা করবেন।		
২৬	সকল শিক্ষকই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিষয়ে যে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, এস.এম.সি বা স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় করতে সরাসরি বা হোমভিজিট অথবা মোবাইল কিংবা টেলিফোনে যোগাযোগ করতে উৎসাহিত বোধ করবেন। সকল শিক্ষক তাঁদের প্রত্যেকটি কাজে সৃজনশীলতার ছাপ রাখবেন, তাঁরা বিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রধান শিক্ষককে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন, শ্রেণি কক্ষে নিত্য নতুন ধ্যান ধারণা অনুশীলন করবেন। শিক্ষকগণ নিজেকে নিজে মূল্যায়ন করবেন এবং তার আর কোথায় কোথায় উন্নয়ন দরকার তা চিহ্নিত করবেন। অন্যের নিকট থেকে সহযোগিতা নেয়ার জন্য মত বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের সময়মত উপস্থিতি, শৃঙ্খলা ও আচরণ সম্পর্কে সচেতন এবং বিদ্যালয় ও রাস্তা ঘাটে তা মেনে চলতে শিক্ষা দিবেন।		
২৭	সকল শিক্ষার্থী পরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরিধান করবে, পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ধারণা রাখবে এবং তারা খাবার খাওয়ার পূর্বে ও টয়লেটে যাওয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, পরিচ্ছন্ন পোষাক পড়বে, শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং ঝুড়িতে ময়লা ফেলবে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজ (ছবি আঁকা, কবিতা বা গল্প লেখা, কারুকাজ ইত্যাদি) করবে এবং তা শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করবে। কার্যকর স্টুডেন্ট কাউন্সিল থাকবে।		
২৮	শিক্ষকগণ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্রসহ শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথভাবে আসন বিন্যাস করবেন এবং সকল শিক্ষার্থীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে সচেষ্ট থাকবেন। সকল শিক্ষক যথাযথভাবে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা এবং ক্লাশ রুটিন অনুসরণ করবেন।		
২৯	সকল শিক্ষকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল বিষয় সম্পর্কে সুস্পস্ট ধারণা রাখবেন। শিক্ষক পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করে, সংক্ষিপ্ত পাঠ টীকা বা নোট তৈরি করবেন, শিখন ফল জেনে উপকরণসহ পাঠদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। শিক্ষক সব সময় উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ বা ডিজিটাল কন্টেন্ট যথাযথ ভাবে ব্যবহার করবেন। সকল শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনাকালে ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখবেন এবং তাঁরা প্রমিত উচ্চারণে প্রতিটি বিষয় পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করবেন, ইংরেজি বিষয় পাঠদানের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় পাঠ পরিচালনা করবেন।		
৩০	সকল শিক্ষক সব সময় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দিবেন।		
৩১	৩১ নিয়মিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং অধ্যায় শেষে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে শিক্ষকগণ জানবেন।প্রতিদিন পাঠদান কার্যক্রম শুরুর পূর্বে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান না করার শপথ বা প্রতিজ্ঞা করবেন। সকল শিক্ষক শারীরিক ও মানসিক শাস্তি পরিহারপূর্বক শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।		
৩২	বিদ্যালয়ে প্রতিদিন পাঠদান শুরুর পূর্বে দৈনিক সমাবেশ করতে হবে(১ শিফট বিদ্যালয়ে ১ বার ও ২ শিফট বিদ্যালয়ে ২ বার)। সকল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সমাবেশের সকল ধাপ অর্থাৎ যথাযথভাবে লাইন ও ফাইলে সমাবেশে দাঁড়ানো, পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ, সঠিক ও নির্ধারিত শপথ বাক্য পাঠ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় পতাকাকে সম্মান		

	প্রদর্শন, সঠিক উচ্চারণ ও সুরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ইত্যাদি সঠিকভাবে অনুসরণ করবেন, সমাবেশে শুদ্ধাচার সম্পর্কে ও গুরুত্বপূর্ণ,বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের উদ্ধৃতি সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং সংক্ষিপ্ত পিটি করাবেন।		
৩৩	সকল জাতীয় দিবস ও অন্যান্য দিবস সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে সরকারি নির্দেশনা অনুসারে যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করবেন। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে প্রতি শ্রেণিতে নিয়মিত ভাবে সাংস্কৃতিক চর্চা করাতে হবে। এজন্য সাপ্তাহিক ক্লাশ রুটিনে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম, তবলা, পিয়ানো ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা সঠিক উচ্চারণে ছড়া,কবিতা আবৃত্তি ও গল্প বলা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।		
৩৪	বিদ্যালয়ে প্রতি বছর বনভোজন, শিক্ষা সফর, বার্ষিক মিলাদ,বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির আয়োজন করতে হবে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় এ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষকগণের মধ্যে দায়িত্ব অর্পন করে দিতে হবে। শিক্ষকগণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এ কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করবেন।		
৩৫	বিদ্যালয়ে কাব স্কাউটের ন্যূনতম ৪ টি ষষ্টক থাকবে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক থাকবে। নিয়মিত প্যাক মিটিং ও কাব স্কাউটিং অনুশীলন করতে হবে। কাব দল জাতীয় বিভিন্ন দিবসে অংশগ্রহণ করবে। এ জন্য বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্ক্ষলা সুন্দর হবে। গার্ল গাইডের ন্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই ষষ্টক হলদে পাখির ঝাঁক গঠন করতে হবে।		
৩৬	প্রতি বছর কমপক্ষে ২ বার দেয়াল পত্রিকা এবং ১ টি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে হবে। দেয়াল পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুক, ধাঁ ধাঁ, ছবি আঁকা প্রভৃতিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করবেন।		
৩৭	প্রতি শ্রেণির শিশুদের নিয়মিত সম্পূরক পঠন সামগ্রী (SRM) ও অন্যান্য বই পড়ার জন্য ক্লাশ রুটিনে সময় নির্ধারিত থাকবে। বিভিন্ন শ্রেণির জন্য শিক্ষকগণের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা থাকবে। শিক্ষকগণ নিয়মিত সম্পূরক পঠন সামগ্রী (SRM) এবং লাইব্রেরী থেকে সংগৃহিত অন্যান্য বই শিক্ষার্থীদের পড়তে দিবেন। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সম্পূরক পঠন সামগ্রী (SRM) ও অন্যান্য বই পড়বে। রুটিন অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে শিক্ষকগণের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট, বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা প্রভৃতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে। বাগানের গাছের পরিচর্যা করবে।		
৩৮	প্রতিমাসে নিয়মিত এসএমসি সভা করতে হবে, সভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। বছরে ৩/৪টি পিটিএ সভা, সভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। দুই মাস অন্তর মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক, প্রতি মাসে অভিভবক দিবস এবং হোম ভিজিট করতে হবে।		
৩৯	বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো,টয়লেট নির্মাণ কাজ তদারকি করা, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, শিখন শেখানোর মানোন্নয়ন প্রভৃতিতে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করবেন। বিদ্যালয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন খেলাধূলা, টয়লেট নির্মাণ ইত্যাদিতে তাঁদেরকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।		
৪০	শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিপাঠদানে আকৃষ্ট করতে এবং পাঠ বোধগম্য করতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে শ্রেণি পাঠদান করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে স্থায়ীভাবে প্রজেক্টর ব্যবহার করার জন্য প্রজেক্টর নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করতে হবে। একাধিক শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে শ্রেণি পাঠদান পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষে স্মার্ট টিভি মনিটর ব্যবহার করা যাবে।		
৪১	৪১ বিদ্যালয়ে উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করতে পারলে ভাল। চালু করতে না পারলেও অন্তত দুপুরের খাবার বাসা থেকে নিয়ে আসার জন্য টিফিন বক্স প্রদান করে মায়েদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী বাল্যবিবাহের শিকার না হয় সে বিষয়ে শিক্ষক এসএমসির সকল বিশেষ নজর রাখবেন।		

৪২	শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে রিডিং ও স্পিকিং এ পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য বাংলা ও ইংরেজি পৃথক পৃথক ল্যাংগুয়েজ ক্লাব গঠন করে শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।		
৪৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যে কোন পরিবেশে কথা বলার সাহস ও যোগ্যতা সৃষ্টি, কথা বলার জড়তা দূরীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ক্ষুদে বক্তা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে(উদ্ভাবনী আইডিয়া)।		
৪৪	শিশু শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ করে গড়ে তুলতে ইন্টারনেট ভিত্তিক জানতে চাই কর্নার স্থাপন করা যাবে(উদ্ভাবনী আইডিয়া)।		
৪৫	শিক্ষার্থীদের মাঝে ভালো কাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে স্টুডেন্ট অব দ্যা ডে/মান্থ উদ্ভাবনী ধারনার অনুশীলন।		
৪৬	শিক্ষার্থীদেরকে গঠনমূলক সমালোচক হিসাবে গড়ে তোলা, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষাপট থেকে ভাবতে শেখা, মস্তিষ্ককে তীক্ষ্ণ করে তোলা সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের Brainstorming করতে বিদ্যালয়ের তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ডিবেটিং ক্লাব গঠন করতে হবে।		
৪৭	শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে। যেমন: ১। আমি সত্য কথা বলেছি, ২। আমি নিজেই নিজের কাজ করেছি, ৩। আমি বাবা, মা, দাদা, দাদীসহ বড়দের সেবা করেছি, ৪। আমি দুর্বলকে সাহায্য করেছি, ৫। আমি অন্যকে সম্মান দেখিয়েছি, ৬। আমি মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করেছি, ৭। আমি অন্যের ভালো চেয়েছি, ৮। আমি বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় রোধ করেছি, ৯। আমি ধৈর্য ধারণ করেছি/সহনশীল হয়েছি, ১০। আমি আমার শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গন পরিষ্কার রেখেছি, ১১। আমি দুর্বল বন্ধু/সহপাঠীকে পড়াশুনায় সাহায্য করেছি, ১২। পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তা আমাকে যা দান করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি।		
৪৮	শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি দূর করে আনন্দে গণিত শিক্ষার জন্য গণিত অলিম্পিয়াড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সমন্বয়ে গণিত শিক্ষা দিতে হবে এবং গণিত অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয় পর্যায়ে বাছাইকৃত ক্ষুদে গণিত বিদদের অংশগহণে উপজেলা পর্যায়ে গণিত অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।		
৪৯	শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি(পুরাতন ও অব্যবহৃত) সংগ্রহ করে যন্ত্রপাতির নাম, আবিষ্কারকের নাম, আবিষ্কারের সাল এবং যন্ত্রপাতির সংক্ষিপ্ত ব্যবহার স্টিকারে লিখে বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ ক্লাবে প্রদর্শনীর জন্য রাখবেন। নিজেরা শিখবেন এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকে শেখাবেন। বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদে বিজ্ঞানী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।		

উপর্যুক্ত কার্যক্রমগুলো কোন বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হবে এবং ঐ বিদ্যালয় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

অনুমোদিত

কানিজ ফাতেমা সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মধুখালী, ফরিদপুর।	মোঃ মহিউদ্দিন মিয়া সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মধুখালী, ফরিদপুর।	অধীর কুমার বিশ্বাস উপজেলা শিক্ষা অফিসার মধুখালী, ফরিদপুর।
নাসিমা আক্তার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মধুখালী, ফরিদপুর।	মো. সিরাজুল ইসলাম উপজেলা শিক্ষা অফিসার মধুখালী, ফরিদপুর।	মোঃ আশিকুর রহমান চৌধুরী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মধুখালী, ফরিদপুর।